প্রথম আলো

তারিখ 24 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই পালা চায় ইউজিসি

ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদন

২২ শতাংশ শিক্ষক কর্মস্থলে অনুপস্থিত!

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ২২ শতাংশ শিক্ষক ছুটিসহ বিভিন্ন কারণে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। এর মধ্যে অননুমোদিত, বিনা বেতনে বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ মিলিয়ে অনুপস্থিত ৬ শতাংশের বেশি।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই চিত্র। এমন অবস্থায়ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুই পালা (ডাবল শিফট) চালু করে শিক্ষার্থী বাড়ানোর সুপারিশ করেছে ইউজিসি। গত সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি কয়েক দিন আগে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের কাছে জমা দিয়েছে ইউজিসি। প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ কমাতে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলে জনগণের টাকায়। এ জন্য শিক্ষকদের উচিত সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা। তাঁদের এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকার ব্যবস্থা নেবে বলে তিনি আশা করেন।

ইউজিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৫ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষক ছিলেন ১২ হাজার ৭৪৮ জন। এর মধ্যে কর্মরত আছেন ৯ হাজার ৯৬০ জন। অনুপস্থিত শিক্ষকদের মধ্যে অননুমোদিত, বিনা বেতনে ও চুক্তি ভিত্তিতে আছেন ৮০৬ জন। তাঁদের মধ্যে ৪৭৬ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৭ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের ৯৬ জন শিক্ষক। বাকিরা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের। শুধু শিক্ষা ছুটিতে আছেন ১ হাজার ৮৪০ জন। প্রেষণে আছেন ১৪২ জন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, যেসব শিক্ষক অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান খুব শক্ত। এ রকম শিক্ষকদের একটি নির্ধারিত সময় দিয়ে (পাঁচ সপ্তাহ) যোগদান করতে বলা হয়। এরপরও না করলে চাকরিচ্যুত করা হয়। উল্লেখিত শিক্ষকদের বিষয়েও একই ব্যবস্থা হবে।

দুই পালা চায় ইউজিসি: প্রতিবেদনে বলা হয়, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের উন্নত মানের শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই পালা চালুর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা উচিত। এটি করলে দুই গুণ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব। প্রথম পালার তত্ত্বীয় (থিওরি) ক্লাস হবে সকাল আটটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত এবং দুইটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত হবে ব্যবহারিক ক্লাস। আর দ্বিতীয় পালার তত্ত্বীয় ক্লাস হবে বেলা দুইটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এবং ব্যবহারিক ক্লাস হবে সকাল আটটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত। এ কাজের জন্য শিক্ষক বাড়াতে হবে অথবা শিক্ষকদের নির্দিষ্ট ক্লাসের পর অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য বাড়তি 'সম্মানী' দেওয়া যেতে পারে।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য বলেন, বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে।

অবহেলার অভিযোগ: ইউজিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশির ভাগ শিক্ষকই নিষ্ঠাবান। তবে কিছুসংখ্যক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব এ এস এম মাকসুদ কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য যেমন শিক্ষকেরা ক্লাসও করাবেন, তেমনি নতুন জ্ঞান ও গবেষণা করবেন—এটিকে সামনে রেখে নীতিমালা করলে সেটি ভালো হবে।